পঞ্চম অধ্যায় ঃ মাযারে গিলাফ ও ফুল চড়ানো

মাযার গিলাফ দ্বারা আবৃত করা, মাযারে ফুল দেয়া ও আতর গোলাপ ছিটানো জায়েয

১নং দলীল ঃ মিশকাত শরীফের "বাবুল খালা" প্রথম অনুচ্ছেদ-এ বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে ঃ একবার নবী করিম (দঃ) দুটি কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে বললেনঃ উভয়ের উপর আযাব হচ্ছে। তন্মধ্যে একজনের অপরাধ ছিল- সে প্রস্রাবের ছিটা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। আর দ্বিতীয় জনের অপরাধ ছিল- সে চোগলখুরী করতো। এ কথা বলেই হুযুর (দঃ) তরুতাজা একটি খেজুর শাখা নিয়ে সেটাকে দুই টুকরা করে প্রত্যেক কবরের উপর এক একটি টুকরা গেড়ে দিলেন এবং বললেনঃ "আশা করা যায়- আল্লাহ তায়ালা উক্ত খেজুর শাখা না শুকানো পর্যন্ত উভয়ের শাস্তি হালকা করে দিবেন"। (মিশকাত শরীফ)

উক্ত হাদীস থেকে ফতোয়ায়ে আলমগিরী ও ফতোয়ায়ে শামী প্রমান করেছেন যে- যেহেতু খেজুর শাখা তরু-তাজা, সেহেতু প্রত্যেক তাজা শাখা-প্রশাখা বা ফুল কবরে স্থাপন করলে কবরের শাস্তি হালকা হবে। সুতরাং মাযারে ফুল বা পুস্পমাল্য অর্পণ করা বা ফূল ছিটিয়ে দেয়া সুন্নাতে রাসূল (দঃ) দ্বারা প্রমানিত এবং মোস্তাহাব। অন্যান্য ঘাস বা লতা জাতীয় জিনিস না দিয়ে ফুল দেয়ার মধ্যে সৌন্দর্য বোধের পরিচয় ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। আর তরুতাজা জিনিস কবরের উপর স্থাপন করার মধ্যে মূল রহস্য হচ্ছে- উক্ত জিনিস আল্লাহর তসবীহ পাঠ করে থাকে- যতক্ষন সেটা তরুতাজা থাকে। এতে আরও একটি মাসআলা প্রমাণিত হলো যে, তরুতাজা ফুল ও শাখা প্রশাখার তসবিহ পাঠের ফলে যদি কবরের আযাব হাল্কা হয়ে যায়, তাহলে মানুষ যদি কবরের পার্শ্বে কুরআন মজিদ ও দোয়া দরূদ পাঠ করেন, তা হলে কবরের আযাব যে বহুগুনে হাল্কা হবে-এতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্যে প্রত্যেক কবরে বা কবরস্থানের পার্শ্বে কোরআন পাঠ বা যিয়ারতের ব্যবস্থা রাখা উচিৎ। এজন্যই তাহ্তাভী আলা মারাকীল ফালাহ্ নামক ফিকাহ্ গ্রন্থের ৩৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-

قَدْ اَفْتٰى بَعْضُ الْاَئِمَّةِ مِنَ الْمُتَاَخِّرِيْنَ بِاَنَّ مَا اُعْتِيْدَ مِنْ وَضْعِ الرَّيْحَانِ وَالْجَرِيْدِ سُنَّةٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ-

www.sunnibarta.com

অর্থাৎ- "আমাদের (তাহতাভী) যুগের কোন কোন ইমাম ফতোয়া দিয়েছেন যে, কবরের উপর সুগন্ধ যুক্ত পুষ্পমাল্য অর্পণ করা বা খেজুর গাছের শাখা স্থাপন করার যে প্রথা প্রচলিত রয়েছে- তা উক্ত হাদীস দ্বারাই সুন্নাত প্রমাণিত হয়"। (তাহ্তাভী শরীফ ৩৬৪ পৃষ্ঠা)

অতএব, আউলিয়ায়ে কেরাম বা যে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির কবরে পুষ্পমাল্য অর্পন করা বা ছিটিয়ে দেয়া সুন্নাত ও মুস্তাহাব।

২নং দলীল ঃ বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়ায়ে আলমগীরিতে উল্লেখ রয়েছে-

وَضْعُ الْوَرْدِ وَالرَّيْحَانِ عَلَى الْقُبُوْرِ حَسَنٌ وَاِنْ تَصَدَّقَ بِقِيْمَةِ الْوَرْدِ كَانَ اَحْسَنُ كَذَا فِى الْغَرَائِبِ-

অর্থ ঃ "কবরের উপর গোলাপ বা যে কোন সুগন্ধ ফুল অর্পন করা উত্তম। আর যদি উক্ত ফুলের সম পরিমান মূল্য দান করে দেয়া হয়, তাহলে আরও উত্তম হবে। গারায়েব নামক ফতোয়া গ্রন্থে অনুরূপ উক্তি করা হয়েছে"।

উক্ত এবারতের দ্বারা কবরে এবং মাযারে ফুল অর্পন করা উত্তম বা মোস্তাহাব বলে প্রমাণিত হলো।

৩নং দলীল ঃ হিন্দুস্তানের মশহুর আলেম মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্মৌভীর মজমাউল ফাতাওয়ায় উল্লেখ আছে-

سبزپتے، پھول وغیرہ قبورپر چڑھانا مستحب ہے-

(جلددوم صفحہ٦٧)

অর্থাৎ ঃ কবরের উপর সবুজ লতা-পাতা, ফুল ইত্যাদি অর্পণ করা মোস্তাহাব। (মজমাউল ফতোয়া ২য় খন্ড ৬৭ পৃষ্ঠা)

৪নং দলীল ঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ-এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হযরত শাহ্ আবদুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) ফতোয়া আযিযী ২য় খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

ولہذا تحسین کردہ اند بعضے نہادن گل برقبور لیکن گوئند کہ تصدق کند بقیمت گلہا بہتر باشد-

অর্থাৎ- "কোন কোন উলামা কবরে ফুল অর্পণ করাকে উত্তম বলেছেন। কিন্তু

www.sunnibarta.com

ফুলের মূল্য দান করে দেয়াকে আরও উত্তম বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন।"

সুতরাং এতেও কবরে পুষ্প অর্পন করা উত্তম বলে প্রমাণিত হলো।

৫নং দলীল ঃ গিলাফ, পাগড়ী ও কাপড় দ্বারা মাযার আবৃত করা সম্পর্কে তাহরীরুল মুখতার (মিশর) নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

وَضْعُ السُّتُوْرِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلٰى قُبُوْرِهِمْ (اَلْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ) اَمْرٌ جَائِزٌ اِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذٰلِكَ التَّعْظِيْمُ فِيْ اَعْيُنِ الْعَامَّةِ حَتّٰى لَايَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ الْقَبْرِ-

অর্থাৎ- "উলামা, বুযুর্গান ও আউলিয়াগনের মর্যাদা এবং সম্মান জনগনের দৃষ্টিতে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এবং তাঁরা যেন কবরস্থ অলীকে হীন মনে না করে- এই উদ্দেশ্যে তাঁদের মাযার সামিয়ানা, পাগড়ী ও গিলাফ দ্বারা আবৃত করা শরীয়তে জায়েয ও বৈধ কাজ।" (তাহ্রীরুল মোখতার ১ম খন্ড)

৬নং দলীল ঃ শামী ৫ম খণ্ড লেবাস অনুচ্ছেদ-এর পরিশিষ্টে ২৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

كَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَضْعَ السُّتُوْرِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلٰى قُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ وَالْاَوْلِيَاءِ- قَالَ فِيْ فَتَاوَى الْحَجَّةِ وَتُكْرَهُ السُّتُوْرِ عَلَى الْقُبُوْرِ- وَلٰكِنْ نَحْنُ نَقُوْلُ الْاٰنَ اِذَا قُصِدَ بِهِ التَّعْظِيْمُ فِيْ عُيُوْنِ الْعَامَّةِ حَتّٰى لَايَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلِجَلْبِ الْخُشُوْعِ وَالْاَدَبِ لِلْغَافِلِيْنَ الزَّائِرِيْنَ فَهُوَ جَائِزٌ لِاَنَّ الْاَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ-

অর্থাৎ "কোন কোন ফকিহ্গণ বুযুর্গান ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার শামিয়ানা, পাগড়ী ও গিলাফ দ্বারা আবৃত করাকে মাকরূহ বলেছেন। ফাতাওয়া হাজ্জায়ও উল্লেখ আছে যে, কবরে শামিয়ানা টাঙ্গানো মাকরূহ। কিন্তু আমাদের (শামী ও মুতাআখ্খিরীন উলামাগণের) বর্তমান মত হলো- এ ব্যবস্থার দ্বারা যদি জনসাধারনের দৃষ্টিতে অলীদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

www.sunnibarta.com

করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, জনগণ যেন কবরবাসীকে হীনজ্ঞান না করে এবং যদি অসতর্ক ও গাফেল যিয়ারতকারীদের মনে নম্রতাও আদব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে- তাহলে গিলাফ ইত্যাদি জায়েয। কেননা, নিয়্যাতের উপরই আমলের ফলাফল নির্ভরশীল। নিয়্যাত যেমন হবে, ফলাফল তদুনুরূপই হবে" (শামী ৫ম খন্ড)।

উপরের ৬টি দলীল দ্বারা আউলিয়াগনের বা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাযার ও কবরে ফুল অর্পণ করা, আতর গোলাপ ছিটানো এবং গিলাফ দ্বারা মাযার আবৃত করার মধ্যে যে মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকর রয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সন্দেহবাদীদের আর সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। কিন্তু তারা এইসব ফতোয়া দেখেও- না দেখার ভান করে। তারা শিব-এর গীত গেয়েই যাচ্ছে।

= ০ =

উম্মুল মো'মিনীন হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ)-এর মাযার শরীফ।

www.sunnibarta.com